তারিখঃ ৬ জুলাই, ২০১৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বহুল আলোচিত এম. ভি নাসরিন-১ লঞ্চ ডুবির ১৪ বছর পূর্তিতে মত বিনিময় সভা
রায়ের আলোকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে ক্ষতিপুরণ প্রদানের দাবি

২০০৩ সালের ৮ জুলাই ঢাকা থেকে ভোলার লালমোহনগামী এম. ভি নাসরিন লঞ্চ ডুবির ১৪ বছর পূর্তিতে আজ ৬ জুলাই বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর উদ্যোগে ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির উত্তর ভবনে লঞ্চ ডুবিতে বিজ্ঞ আদালতের রায় অনুযায়ী নিহতদের পরিবার ও আহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা শীর্ষক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নিজামুল হক।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর পরিচালক ও আইন উপদেষ্টা এস এম রেজাউল করিম-এর সঞ্চালনায় জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য মমতাজ বেগম, জেলা ও দায়রা জজ ফেরদৌস আহমেদ, ভোলা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল মমিন টুলু, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আক্তারুজ্জামান প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এসময় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোঃ মশিউর রহমান এম. ভি নাসরিন-১ লঞ্চ ডুবির ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) কর্তৃক দায়েরকৃত মোকদ্দমার সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরেন। এরপর প্যানেল আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন অ্যাডভোকেট জীবনানন্দ জয়ন্ত, সাংবাদিক নজরুল ইসলাম অনু প্রমুখ।

আলোচকবৃন্দ এম.ভি নাসরিন লঞ্চ ডুবির মোকদ্দমার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, ব্লাস্ট কর্তৃক দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ঢাকার যুগ্ম জেলা জজ, (৭ম) আরব্রিটেশন আদালত, ঢাকা কর্তৃক প্রদানকৃত রায় ও ডিক্রি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। যার মাধ্যমে জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এসেছে। এখন ডিক্রি জারি মোকদ্দমার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, এই রায় ও ডিক্রিতে নিম্ন আদালত নজির স্থাপন করেছে। শুধু উচ্চ আদালতে রীট দায়ের করেই নয়, নিম্ন আদালতের মাধ্যমেও প্রতিকার পাওয়া যে সম্ভব, তা স্পষ্ট হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার যাতে সরাসরি ক্ষতিপুরন প্রাপ্তির লক্ষ্যে আদালতের দারস্থ হন সেদিকে মনোযোগ দিয়ে আইনসহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করতে পারে উল্লেখ করে তিনি আর বলেন, নাসরিন লঞ্চ ডুবিতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার সমুহ দীর্ঘদিনের আইনী লড়াইয়ে যুক্ত থেকে মোকদ্দমাটির চুড়ান্ত পরিনতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়টি পরবর্তীতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সভায় এম.ভি নাসরিন লঞ্চ দূঘটনার নিহতদের পরিবারের সদস্য ও আহতরা ১৪ বছর আগের মর্মস্পর্শী ঘটনার কথা উল্লেখ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে ক্ষতিপুরণ প্রাপ্তির দাবী জানান।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস এন্ড ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) মহামান্য হাইকোর্টের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই আলোচনা সভা আয়োজন করে। গত ৫ জুন মহামান্য হাইকোর্ট ২০১৬ সালে ঢাকা জেলা আদালত লঞ্চ দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণ ১৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দেয়। মহামান্য হাইকোর্ট বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌযান কতৃপক্ষ ও অন্যান্য এবং এম ভি নাসরিন লঞ্চের মালিকপক্ষ এর দায়েরকৃত আপীল খারিজ করে দেয়।

ভোলার এম পি মমতাজ বেগম বলেন, এই রায় দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি স্থানীয়ভাবে সর্বাত্তক সহযোগীতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন এবং লঞ্চ ডুবিতে সাধারন জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধির উপর তিনি গুরত্ব আরোপ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ভোলা জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান জনাব আবদুল মমিন টুলু এবং ভোলার মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ জনাব ফেরদৌস আহমেদসহ অন্যান্য বক্তারা আলোচনা সভায় এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ব্লাস্টের বরিশাল ইউনিট এর সমন্বয়কারী এডভোকেট খলিলুর রহমান; উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন ব্লাস্টের আইন উপদেষ্টা ও পরিচালক এস এম রেজাউল করিম। গত ৫ জুন ২০১৬ মহামান্য হাইকোর্ট এর রায়ের সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। এছাড়াও সভায় আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী, এনজিও প্রতিনিধিগণ ও সাংবাদিকসহ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

প্রেক্ষাপট: উল্লেখ্য গত ৫ জুন ২০১৭ তারিখ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ব্লাস্ট কর্তৃক দায়েরকৃত বহুল আলোচিত লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিহত ও নিখোঁজ হওয়া সংক্রান্ত মামলায় নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন। উচ্চ আদালতের এই নির্দেশের মাধ্যমে নিম্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলায় (মামলা নং -৩৪৪/২০০৮) ১৭ কোটি ১১ লক্ষ ক্ষতিপূরন প্রদান সংক্রান্ত প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করে সকল ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতিপূরন প্রাপ্তিতে এটি একটি যুগান্তরকারী রায়। এ রায়ের মধ্য দিয়ে সেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও হতাহত ব্যক্তিরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হয়।

বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিম ও বিচারপতি শেখ মো: জাকির হোসেন এর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় প্রদান করেন। ব্লাস্ট এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে উচ্চ আদালতে শুনানীতে অংশ নেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. কামাল হোসেন, অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, অ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না প্রমুখ। তাদের সহায়তা করেন অ্যাডভোকেট মোঃ বরকত আলী ও অ্যাডভোকেট শারমিন আক্তার। এ সময় বিআইডব্লিটিএ ও লঞ্চ মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা থেকে ভোলার লালমোহনে যাওয়ার পথে বিগত ২০০৩ সালের ৮ জুলাই চাঁদপুরের মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর মোহনায় এমভি নাসরিন-১ লঞ্চটি ডুবে যায়। ওই ঘটনায় নিহত হন ১১০ জন, ১৯৯ জন নিখোঁজ থাকেন। চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক ওই বছরই লঞ্চডুবিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৪০০ পরিবারের তালিকা প্রকাশ করে এবং সে অনুযায়ী নৌ-দুর্যোগ ট্রাস্টি বোর্ড নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। সেই ক্ষতিপূরন 'অপ্রতুল' দাবি করে ২০০৪ সালে ঢাকার তৃতীয় জেলা জজ আদালতে ব্লাস্ট একটি ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করেন। দূর্ঘটনার দীর্ঘ ১৩ বছর পর বিগত ২০১৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি নিম্ন আদালত ওই মামলার রায় ঘোষণা করে ক্ষতিগ্রস্তদের ১৭ কোটি ১১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরন প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। ওই আদেশের বিরুদ্ধে বিআইডব্লিউটিএসহ বিবাদীপক্ষ বিগত ২০১৬ সালের ২৪ অক্টোবর হাইকোর্টে একটি রিভিশন আবেদন করে। ওই আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষ হয় গত ২৪ মে ২০১৭। অবশেষে আজ সোমবার ৫ জুন ২০১৭ তারিখ রুলটি খারিজ করে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখে হাইকোর্ট এই আদেশ দেন।

বার্তাপ্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসিএন্ডকমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd